নবীপ্রেমের মাস রবিউল আউয়াল এসে গেছে ভালোবাসা, আনুগত্য আর আদর্শে নতুন অঙ্গীকার

সংগৃহীত ছবি

রবিউল আউয়াল মাস মুসলিম উম্মাহর কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ মাসেই জন্মগ্রহণ ও ইন্তেকাল করেন বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত হজরত মুহাম্মদ (সা.)। তার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও আদর্শ অনুসরণ ইমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোরআন-হাদিসে নির্দেশিত হয়েছে, আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের পথ হলো রাসুল (সা.)-এর অনুসরণ। তাই এ মাসে মুসলিমদের উচিত নবীর সুমহান আদর্শকে জীবনে বাস্তবায়ন করা।

হিজরি ক্যালেন্ডারের তৃতীয় মাস রবিউল আউয়াল। এর অর্থ “প্রথম বসন্ত”। ইসলামে এ মাসের গুরুত্ব অপরিসীম—এ মাসেই জন্মগ্রহণ করেন বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) এবং এ মাসেই তিনি পৃথিবীকে বিদায় জানান। শুধু তাই নয়, এ মাসে ঘটে যায় ইসলামি ইতিহাসের আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—খাদিজাতুল কুবরা (রা.)-কে বিবাহ, প্রথম মসজিদ কুবা প্রতিষ্ঠা, এবং মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত।

LENS ASIA

কোরআন ও হাদিসে রাসুল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যকে ইমানের অংশ বলা হয়েছে। রাসুল (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন: “তোমাদের কেউ পূর্ণ ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্তুতি ও সব মানুষের চেয়ে প্রিয় হবো।” (বোখারি)। এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের একমাত্র পথ হলো রাসুল (সা.)-এর অনুসরণ।

ইসলামে রবিউল আউয়ালের জন্য আলাদা আমল নির্দিষ্ট নেই, তবে নিয়মিত আমলগুলো যেমন সোমবারে রোজা রাখা, প্রতি মাসে আইয়ামে বীজ (১৩, ১৪, ১৫ তারিখ) রোজা পালন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সোমবারের রোজা প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) বলেছেন: “এদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এদিনেই নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছি।” (মুসলিম)।

আজকের বাস্তবতায় মুসলিম উম্মাহর অনেকেই রাসুলের আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে বিভ্রান্ত মতবাদে মুক্তি খোঁজে। অথচ শান্তি, ন্যায় ও সাফল্যের পথ একটাই—রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন অনুসরণ। তাই আমাদের উচিত সিরাত অধ্যয়ন করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবীর আদর্শ বাস্তবায়ন করা।

রবিউল আউয়াল মাসের শিক্ষা হোক—রাসুলের প্রতি মহব্বত, আনুগত্য ও ঐক্যের অঙ্গীকার। আল্লাহ আমাদের সবাইকে নবীর ভালোবাসা ও তার আদর্শে জীবন গড়ার তাওফিক দিন।

লেখক: ইমাম ও খতিব